সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৭তম বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ আশ্বিন-১৪৩০, আগস্ট-সেপ্টেম্বর-২০২৩ ❑ পৃষ্ঠা ৮

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ ... ২
সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের পতিত জমি ... ৩
দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছে কৃষির অপার সম্ভাবনা ... ৪
কৃষি তথ্য সেবা সহজীকরনের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক ... ৬

কৃষিতে ৪৫ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হয়েছে, এই মুহূর্তে আরও ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রয়োজন– মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ইটালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) বিশ্ব খাদ্য ফোরামের 'বিনিয়োগ সম্মেলনের' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন (মঙ্গলবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৩)

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

কৃষি হবে উন্নয়ন ও উন্নত জীবনের হাতিয়ার

–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, দিনাজপুরের নশিপুরে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

কৃষি দেশের সার্বিক উন্নয়নে ও কৃষকের উন্নত জীবনমানের হাতিয়ারে পরিণত হবে বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, কৃষিকাজ করে কৃষক শুধু খেয়েপড়ে আর গামছা-লুঙ্গি পড়ে কোনরকমে বেঁচে থাকবে সেটি আর থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ

– মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ বছর বিদেশ থেকে চাল আমদানি করতে হয়নি। সামনের দিনগুলোতে বিদেশে চাল রপ্তানি করা যায় কি না আমরা তা খতিয়ে দেখছি। সোমবার ১৬ অক্টোবর ২০২৩ রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এ বছর খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কৃষিতে ৪৫ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হয়েছে, এই মুহূর্তে আরও ১০ হাজার কোটি

প্রথম পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনকে টেকসই করতে ও কৃষিখাতের রূপান্তরের জন্য জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ বাস্তবায়ন চলছে। জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত এখাতে ৪৫ হাজার কোটি টাকারও (৪.৪ বিলিয়ন ডলার) বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি বিনিয়োগ ৩০ হাজার ২০০ কোটি টাকা (৩.২ বিলিয়ন ডলার), বাকিটা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার। এছাড়া সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক ও ইফাদ পার্টনার প্রকল্পে ৫ হাজার ৭৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তারপরও এই মুহূর্তে কৃষিখাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রয়োজন। বাংলাদেশের কৃষিখাতে বিনিয়োগ করতে উন্নত দেশ, আন্তর্জাতিক ব্যাংক, দাতা সংস্থা ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এসময় আহ্বান জানান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

১৭ অক্টোবর ২৩ মঙ্গলবার সকালে ইটালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) বিশ্ব খাদ্য ফোরামের 'বিনিয়োগ সম্মেলনের' উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও পরবর্তী সেশনে এসব কথা বলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে এফএওর মহাপরিচালক কিউ দোংয়ু, চিফ ইকনমিস্ট টরেরো কুলেনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাংক, দাতা সংস্থা ও বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রুহুল আমিন তালুকদার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ার, রোমে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. মনিরুল ইসলাম, ইকনোমিক কাউন্সিলর মোঃ আল আমিন উপস্থিত ছিলেন।

পরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিতে বিনিয়োগ উপস্থাপন বিষয়ক বাংলাদেশের নির্ধারিত সেশনে দেশের কৃষিখাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিকল্পনায় কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি ব্যবহার এই ৬টি খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এসব খাতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের অবকাঠামো ও সরকারি সুযোগসুবিধার বিস্তারিত তুলে ধরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ রয়েছে। বাংলাদেশে কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য কৃষিখাত খুবই সম্ভাবনাময় এবং তা লাভজনক হবে। বিশেষ করে আলু, পেঁয়াজ, আম, কাঁঠাল, আনারস ও টমেটো-এসব পণ্যের জন্য কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে দ্রুত বিনিয়োগ কামনা করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশে পেঁয়াজ, আম ও টমেটোসহ শাকসবজি সংরক্ষণের এখনো তেমন প্রযুক্তি নেই, কোল্ড স্টোরেজ নেই। এছাড়া, এসব পণ্য সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে ২৫-৪০% নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য, দ্রুত ২০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১১০০টি মাল্টিপারফাজ কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, কৃষিখাতের রূপান্তরে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কাজ করছে এফএও। সেজন্য, এফএও ১৭-২০ অক্টোবর পর্যন্ত চারদিনব্যাপী 'বিনিয়োগ সম্মেলনের' আয়োজন করেছে। এ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ৩২টি দেশ অংশগ্রহণ করছে, যাদের কৃষিখাতে বিদেশি বিনিয়োগের বেশি প্রয়োজন। এছাড়া, বিশ্বব্যাংক, আরব ব্যাংক, আন্ত:আমেরিকান উন্নয়ন ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ল্যাটিন আমেরিকা উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাংক, দাতা সংস্থা ও বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ৩ দিনব্যাপী কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত

উপজেলা পরিষদ চত্বরে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ৩ দিনব্যাপী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোহাম্মদ শফিকুর ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত কৃষিমেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন জনাব আশরাফ হোসাইন চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, ময়মনসিংহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আ: সালাম সরকার, সভাপতি, সদর, উপজেলা আওয়ামী লীগ, ময়মনসিংহ, জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান (শাহীন), ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সদর, ময়মনসিংহ। উক্ত কৃষি মেলায় স্বাগত বক্তব্য তুলে ধরেন কৃষিবিদ জুবায়রা বেগম সাথী, উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, ময়মনসিংহ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প ও উপজেলা কৃষি অফিস সদর, ময়মনসিংহের বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আরোও বলেন স্মার্ট কৃষি, স্মার্ট প্রযুক্তিই হবে আগামী স্মার্ট বাংলাদেশ। তিনি বলেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি বস্তায় আদা চাষ, মডেল গ্রাম, পলিনেট হাউজসহ বিভিন্ন কার্যক্রম উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে। কৃষি মেলায় সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আশ্রয়ণ প্রকল্পে পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হচ্ছে। উক্ত কৃষি মেলায় কৃষক-কৃষাণী, নার্সারি, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধি, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীসহ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। কৃষি মেলা শেষে কৃষক-কৃষাণি ও ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিভিন্ন ফলের চারা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আশরাফ হোসাইন, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ সদর, ময়মনসিংহ

মো: খোরশেদআলম, কৃতসা, ময়মনসিংহ

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছে কৃষির অপার সম্ভাবনা- মহাপরিচালক, বারি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার বলেছেন, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছে কৃষির অপার সম্ভাবনা। যদিও কোনো কোনো জায়গায় বন্যা, খরা এবং লবণাক্ততাসহ কিছু সমস্যা আছে। তবে এসব স্থানগুলোতে উন্নত এবং প্রতিকূলসহ-নশীল জাত ব্যবহার করে এ অঞ্চলে কৃষিবিপ্লব ঘটানো সম্ভব। তিনি আরো বলেন, সামনে রবি মৌসুম শুরু হবে। তাই ডাল ফসলের আবাদ এবং উৎপাদন বাড়াতে পাড়লে ডালের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে। পাশাপাশি আমদানিনির্ভরতা অনেকাংশে কমবে। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাদারীপুরের আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রে ডাল ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালায়

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২৩ উদ্‌যাপন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং আয়োজনে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২৩ এর উদ্বোধন ও ২০২২ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ৯ অক্টোবর ২০২৩ রাজধানীর খামারবাড়ির আ কু মু গিয়াসউদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়ামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ডিএই'র মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ আন্দোলনে পরিণত করতে পারলে আমরা আমাদের মাছ, ফসল, গুদামজাত শস্য, ঘরবাড়ি অন্যান্য সম্পদ ও অবকাঠামো রক্ষা করতে পারব। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর পরিচালক কৃষিবিদ ফরিদুল হাসান। অনুষ্ঠানে ইঁদুর নিধনের কৌশল পত্র উপস্থাপন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের উপপরিচালক ড. নূর জাহান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন উইংয়ের

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, মহাপরিচালক, ডিএই

ড. শাহ্ মো: হেলাল উদ্দিন।

প্রধান অতিথি বলেন ইঁদুর নিধন কার্যক্রমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। সমন্বিত ইদুর দমন কার্যক্রমকে একটি সামাজিক পরিচালক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কৃষক প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি খামারবাড়ি থেকে শুরু হয়ে মিলকী অডিটোরিয়াম শেষ হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের পতিত জমি আবাদ ও ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি শীর্ষক কর্মশালা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর উদ্যোগে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট এর সহযোগিতায় ৭ অক্টোবর ২০২৩ সিলেট জেলার শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে "সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের পতিত জমি আবাদ ও ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মো. তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক জনাব এস এম শহীদুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, বাংলাদেশ ধান গবেষণার পরিচালক ড. খালেকুজ্জামান ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. আবদুল্লা ইবনে ইউসুফ। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবু আহমদ ছিদ্দিকী, এনডিসি। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সেচ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ব্রি। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সিলেট বিভাগের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন দপ্তর প্রধান; জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা; অতিরিক্ত উপপরিচালক; উপজেলা কৃষি অফিসার; কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার; কৃষি প্রকৌশলী; উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সার ও বীজ ডিলার, কৃষক প্রতিনিধি, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া কর্মী ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রমুখ।

আ.ন.ম বোরহান উদ্দিন ভূঞা, কৃতসা, সিলেট

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার বিরতুল ও গাড়ারিয়া গ্রামকে নিরাপদ সবজি গ্রাম ঘোষণা

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের বিরতুল ও গাড়ারিয়া গ্রাম দুটিতে চাষিরা কোনো প্রকার বালাইনাশক ছাড়াই বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সবজি চাষ করে যাচ্ছেন। রাজধানীসহ দেশের আশপাশের বাজারগুলোর চাহিদা মিটিয়েও যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের নদী তীরবর্তী গ্রাম বিরতুল ও গাড়ারিয়া। বিশেষ করে এ গ্রামে চাষ করা কাঁকরোল উৎপাদন আশ পাশের গ্রামের চাষিদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। কাঁকরোল চাষে গ্রামগুলোর চাষিদের সফলতায় একই ইউনিয়নের বাগদী, পারওয়ান ও পানজোরা গ্রামের চাষিরাও বিষমুক্ত সবজি কাঁকরোল চাষ করছেন। স্থানীয় কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, সেক্স ফেরোমান ফাঁদ, হলুদ স্টিকি ট্র্যাপ, হাত পরাগায়ন, আইপিএ প্রযুক্তি, ব্যাগিং, সুস্থ ও ভালো বীজ, সুষম সার, মালচিং, ভার্মি কম্পোস্ট এবং জৈব বালাইনাশকের মাধ্যমে বিরতুল ও গাড়ারিয়া গ্রামে নিরাপদ সবজি কাঁকরোল চাষ হচ্ছে। দুই গ্রামসহ আশেপাশের গ্রামের চাষ করা বিষমুক্ত সবজি কাঁকরোলের বেশ চাহিদা থাকায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশেও পাঠানো হচ্ছে। উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের বিরতুল গ্রামের কাঁকরোল চাষি কালিপদ চন্দ্র দাস বলেন, আমি এ বছর সোয়া বিঘা জমিতে কাঁকরোল চাষ করেছি। ৭০-৮০ হাজার টাকা খরচ করে প্রায় ২ লাখ টাকার মতো আয় করেছি। যাতায়াত খরচও কমে যাচ্ছে। ফলে আমাদের লাভের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া কথা হয়, বাগদী, পারওয়ান ও পানজোরা গ্রামের কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে। তারা জানান, কালীগঞ্জ পৌরসভাসহ উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে অন্তত একটি করে নিরাপদ সবজি বাজার করা জরুরি। তাহলে কৃষকেরা সিন্ডিকেটের বাইরে গিয়ে ন্যায্য মূল্যে সবজি বিক্রি করতে পারবেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ফারজানা তাসলিম 'গ্রীষ্মকালীন সবজি হিসেবে এটি জনপ্রিয়। সাধারণ খরিপ-১ এবং খরিপ-২ মৌসুমে সবজিটি চাষাবাদ করা হয়। কালীগঞ্জ উপজেলার একটি সম্ভাবনাময় ফসল কাঁকরোল। কারণ এটি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। এছাড়া বিরতুল ও গাড়ারিয়া গ্রামকে নিরাপদ সবজির গ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে।

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, ঢাকা

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছে কৃষির অপার সম্ভাবনা

২য় পাতার পর

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. দেবাশীষ সরকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. মো. মহিউদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. শওকত ওসমান, ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. হারুন-অর-রশীদ, প্রকল্প পরিচালক ড. মো. ছালেহ উদ্দিন এবং বরিশালের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র অঞ্চলের কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বৃহত্তর বরিশাল ও ফরিদপুর অঞ্চলে ডালফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সুখবর! এসে গেছে ব্রি ধান১০৫

মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহিত কুমার দে, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চল

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লার গবেষণা মাঠে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), আদর্শ সদর, কুমিল্লার সহযোগীতায় ব্রি ধান১০৫ (ডায়াবেটিস রাইস) এর মাঠ দিবস ও নমুনা শস্য কর্তন অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন, ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোহিত কুমার দে। সভাপতিত্ব করেন, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন, ডিএই কুমিল্লার অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি)

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বর্তমানে শিক্ষিত লোক কৃষি পেশাকে বেছে নিচ্ছে

শেষ পাতার পর

অঞ্চলে বিনা উদ্ভাবিত জনপ্রিয় জাতসমূহ সম্প্রসারণ এবং শস্যবিন্যাসে তেল ফসলের অন্তর্ভুক্তকরণ শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ফরিদপুর সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে যশোর এবং ফরিদপুর অঞ্চল (বিনার) উদ্যোগে উক্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবলায় ঢাকা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. মির্জা মোফাজ্জাল ইসলাম, মহাপরিচালক, বিনা ময়মনসিংহ। কৌশলপত্র উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিনার পক্ষে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ মাসুদুল হক। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফরিদপুর অঞ্চলের পক্ষে অতিরিক্ত পরিচালক, জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চলের পক্ষে অতিরিক্ত পরিচালক, মোঃ আবু হোসেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ফরিদপুরের পক্ষে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ড. সেলিম আহমেদ। বিশেষ অতিথির মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফরিদপুর সদর; জনাব শামীম হক, সভাপতি, জেলা আওয়ামীলীগ, ফরিদপুর; জনাব অমিতাভ বোস, মেয়র, ফরিদপুর পৌরসভা; জনাব মোঃ শাহজাহান পিপিএম, সেবা পুলিশ সুপার, ফরিদপুর; জনাব মোঃ কামরুল আহসান তালুকদার, পিএএ, জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর; জনাব ড. বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা; ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ঢাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

পুষ্টি কর্নার : এম ডি-২ আনারস

'সুপার সুইট' খ্যাত এমডি-২ আনারস বিশ্ব বাজারে অত্যধিক চাহিদা সম্পন্ন অম্ল মধুর মিষ্টতায় (১৪% ব্রিক্স), ফলের শেল্ফ লাইফ ৩০ দিন, সুস্বাদু, পুষ্টিগুণ ও মনোমুগ্ধকর সুবাস সমৃদ্ধ ফল। আনারস অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও মজাদার একটি ফল। এক খণ্ড (১৬৫ গ্রাম) আনারসে আছে খাদ্যশক্তি ৮২.৫ ক্যালরি, ফ্যাট ১.৭ গ্রাম, প্রোটিন ১ গ্রাম, কার্বস ২১.৬ গ্রাম, ফাইবার ২.৩ গ্রাম। এ ছাড়া রিকমেন্ডেড ডায়েটারি ইনটেক অনুযায়ী- ভিটামিন সি ১৩১%, ম্যাঙ্গানিজ ৭৬% ভিটামিন বি৬-৯%, কপার ৯%, থায়ামিন ৯%, ফোলেট ৭%, পটাশিয়াম ৫%, ম্যাগনেসিয়াম ৫%, নিয়াসিন ৪%, প্যানথেনিক এসিড ৪%, রিবোফ্লাভিন ৩%, আয়রন ৩%।

— কৃষি তথ্য সার্ভিস

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

কৃষি হবে উন্নয়ন ও উন্নত জীবনের হাতিয়ার

প্রথম পাতার পর

কৃষি দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও কৃষকের উন্নত জীবনের মূল হাতিয়ারে পরিণত করায় লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার কৃষিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করছে।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ মঙ্গলবার দিনাজপুরের নশিপুরে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে ঘাতসহনশীল গবেষণা কমপ্লেক্স উদ্বোধন, গ্রিন হাউজে লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। নানান সমস্যা থাকায় গমের উৎপাদন তেমন বাড়েনি, বছরে প্রায় ৬০ লাখ টন গম আমদানি করতে হয়। তবে দেশের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি গমের উন্নত সম্ভাবনাময় জাত উদ্ভাবন করেছে। আশা করছি, এগুলো চাষের মাধ্যমে গমের আমদানি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। এসময় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী,

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, দিনাজপুরের নশিপুরে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে, গ্রিন হাউজে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম ও বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন এবং প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

গমের আমদানি অনেকটা কমিয়ে আনতে পারব উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের মূল খাদ্য চালের পাশাপাশি গম ও ভুট্টার চাহিদাও বাড়ছে। ভুট্টা উৎপাদনে আমরা খুবই সফল হয়েছি। ২০০৮-০৯ সালে ভুট্টার উৎপাদন যেখানে মাত্র ৬ লাখ টন ছিল, তা বেড়ে ৬৭ হুইপ ইকবালুর রহিম, সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল, গম ও ভুট্টা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক গোলাম ফারুক, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো: বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর, পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সুখবর! এসে গেছে

চতুর্থ পাতার পর

কৃষিবিদ শেখ আজিজুর রহমান; ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়ের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ মামুনুর রশিদ; বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ তাসনিয়া ফেরদৌস ও কৃষিবিদ বিজয়া সাহা।

উল্লেখ্য ব্রির সর্বশেষ জাত হলো ব্রি ধান১০৫। এর আন্তর্জাতিক ভ্যালু ৫৫ ভাগের কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খাওয়া নিরাপদ। ব্রির প্রধান কার্যালয়ে পুষ্টি গবেষণা বিভাগের পরীক্ষায় ব্রি ধান১০৫ এর পুষ্টিমান নির্ণয় করা হয়। যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এটি বোরো মৌসুমের ধান। আউশ মৌসুমে বীজ উৎপাদনের জন্য চাষ করা হয়েছিল। ফলন বেশ ভালই হয়েছে। এ ধানের জীবন কাল ১৪৫ দিন। ধানের গাছ আকারে বড় হওয়ায় গো-খাদ্যের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

মো: মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ: মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

'পানি জীবন, পানিই খাদ্য। কেউ থাকবে না পিছিয়ে'।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের জীবনে পানির ব্যবহার সর্বত্র। এ পানির সদ্ব্যবহার করতে হবে। পানি ছাড়া ফসল উৎপাদন হবে না। ফসল না হলে আমরাও বাঁচতে পারব না। অনেকে বলেন এক কেজি ধান উৎপাদনে চার হাজার লিটার পানি দরকার হয়। কৃষকেরা অনেক সময় প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পানি সেচ কাজে ব্যবহার করেন। জনসচেতনতা বাড়িয়ে পানির অপচয় কমাতে হবে।

জনগণের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই লাল চাল খাওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধান অতিথি বলেন, বেশিরভাগ মানুষ সরু ও চকচকে চাল খেতে পছন্দ করে। বারবার ছাঁটাই করায় চালের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ এখন লাল চাল খায়। কারণ লাল চালে পুষ্টি বেশি। ভোক্তারা লাল চাল খেলে মিল মালিকরাও ব্যবসায়িক কারণে চকচকে চাল তৈরি করার আগ্রহ হারাবে।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, দেশে জমি কমেছে কিন্তু জনসংখ্যা বেড়েছে। সরকার জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমরা চাল, মাছ, আম ও সবজি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অনেক ফসল মৌসুমের সময় সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়। প্রক্রিয়াজাত করে আম ও সবজি রপ্তানি করতে পারলে আমাদের কৃষকরা লাভবান হবে। বলেন, আমাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সঠিক পথে আছে। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষি ম্যানেজমেন্টের সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা সফলতা পাচ্ছি। সরকার দুই কোটিরও বেশি মানুষের কাছে কম দামে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দিচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার। এতে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন খাদ্য সচিব মো. ইসমাইল হোসেন, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি আরনউড হ্যামেলারস এবং গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. রুদাবা খন্দকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ। সারা বিশ্বের মতো কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পরে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে কারিগরি সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

এ বছর আর চাল আমদানি করতে হবে না

শেষ পাতার পর

বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরাম (বিএজেএফ) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষির রূপান্তরে কাজী বদরুদ্দোজা ছিলেন দূরদর্শী। রূপান্তরে তিনি কাজ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর শুরু করেছিলেন কাজী বদরুদ্দোজা। তিনি এ দেশের সনাতন কৃষিকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে গড়ে তুলেছিলেন, যা সুফল এখন আমরা ভোগ করছি। তবে এ রূপান্তরের দ্বিতীয় অংশটি এখন বড় চ্যালেঞ্জের। ধান রোপণ থেকে শুরু করে মাড়াই পর্যন্ত এখন যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির অধুনিকায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা করে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান, এনআরবিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান এস এম পারভেজ তমাল, এসিআই এগ্রি বিজনেসের প্রধান ড. ফা হ আনসারী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন বিএজেএফর সভাপতি ইফতেখার মাহমুদ ও সঞ্চালনা করেন বিএজেএফর সাধারণ সম্পাদক সাহানোয়ার সাইদ শাহীন।

বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগের অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম এর কৃষিবিদ ড. অরবিন্দু কুমার রায় স্যারের বদলি জনিত বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক কৃষিবিদ মুকুল চন্দ্র রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবেন উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ তপন কুমার পাল, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল। আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের জেল ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। জেলার উপপরিচালকগণ বিদায়ী স্যারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভূয়সি প্রসংসা করেন এবং আগামী কর্ম জীবন ও অবসর জীবণের মঙ্গল কামনা করেন। বিদায়ী স্যারও সকলের সুস্থ সুন্দর জীবন ও মঙ্গল কামনাসহ যারযার অবস্থানে থেকে কৃষিকে এগিয়ে নিতে তথা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অংশীদার হতে আহ্বান জানান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ অনুষ্ঠিত বিদায়ী অনুষ্ঠানে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থাসহ কৃষি তথ্য সার্ভিস এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ সুলতানা রাজিয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

কৃষি তথ্য সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক কৃষককে উৎপাদনমুখী করা সম্ভব

কৃষি তথ্য সার্ভিস এর কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসেবে টাংগাইল জেলার বিভাগীয় সভায় ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ অংশগ্রহন করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের সম্মানিত প্রধান তথ্য অফিসার জনাব বি এম রাশেদুল আলম। এসময় তিনি জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাবৃন্দ ও কৃষি অফিসারদের সাথে টাংগাইল জেলায় কৃষি তথ্য সম্প্রচার ও তথ্যসেবা সহজলভ্যকরণে টাংগাইল জেলার সম্পৃক্ত কার্যাবলি নিয়ে নিয়ে মত বিনিময় করেন। এসময় তিনি বলেন "টাংগাইল জেলা কৃষিতে অনেক প্রকাশনার পরিচিতি ও বিতরণ করেন। একই সাথে টাংগাইল জেলার উপপরিচালক জনাব আহসানুল বাসার মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন সার্বিক আয়োজনের জন্য।

বিভাগীয় সভা শেষ পূর্বক তথ্য অফিসার মহোদয় সদর উপজেলাস্থ বেগুনটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং তাদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় টাংগাইল জেলার অন্যান্য কৃষি দপ্তর জেলা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন পরিদর্শন করেন এবং কৃষি তথ্য সেবা

টাংগাইল জেলার বিভাগীয় সভায় কৃষিকথা তুলে দিচ্ছেন জনাব বি এম রাশেদুল আলম প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস

সমৃদ্ধ একটি জেলা। কৃষি তথ্য সেবা সহজীকরনের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক কৃষককে উৎপাদনমুখী করা সম্ভব। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে কৃষি তথ্য সার্ভিস সমন্বিত ভাবে কাজ করে যেতে চায়।" এসময় তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাদের মাঝে কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বিস্তারে করনীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার জনাব সাবরিনা আফরোজ ও কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক জনাব আশিষ তরফদার।

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

পাবনায় রবি ২০২৩-২৪ মৌসুমের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি পাবনা এর আয়োজনে রবি ২০২৩-২৪ মৌসুমের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য জেলা কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকাল ১০ ঘটিকায় খামারবাড়িস্থ প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাবনার উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ জামাল উদ্দিন। সভায় ভোজ্যতেলের ঘাটতি পূরণে তৈল জাতীয় ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, পেঁয়াজের আবাদ বৃদ্ধিতে সঠিক জাত ও মানের বীজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত, মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক সার সুপারিশ প্রদান, বোরো মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ, সার মজুদ ও সরবরাহ, চলতি আমন মৌসুমে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও বিগত খরিপ-২/২০২৩-২৪ মৌসুমের কৃষি কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা রেজুলেশন পাঠ করেন অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মোঃ রোকনুজ্জামান। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধি, বিসিআইসি সার ডিলার প্রতিনিধি, কীটনাশক ডিলার প্রতিনিধি, বীজ ডিলার প্রতিনিধি, কৃষক প্রতিনিধিসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

ঝালকাঠির রাজাপুরে চলছে পার্চিং উৎসব এবং আলোক ফাঁদের কার্যক্রম

চলতি মৌসুমে ঝালকাঠির রাজাপুরে চলছে পার্চিং উৎসব এবং আলোক ফাঁদের কার্যক্রম। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব মোসা. শাহিদা শারমিন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মেহেরুন্নেছা পাপড়ি, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী বসার জন্য জমিতে সঠিকভাবে ডাল পুঁতে দেয়ার ব্যবস্থা। এটি একটি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে মাজরা, পাতা মোড়ানো পোকা, চুঙ্গি পোকা, শিষ কাটা লেদা পোকা, লম্বা শুড় ঘাসফড়িং, উড়চুঙ্গাসহ নানা ধরনের ক্ষতিকর পোকা দমন করা যায়। উল্লেখ্য, এ বছর উপজেলায় ১১ হাজার ৯৩ হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছে। তাই চারা রোপণের

কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আবুল বসার জোমাদ্দার, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মো. মেহেদী হাসান প্রমুখ। উদ্বোধনকালে উপজেলা কৃষি অফিসার বলেন, পার্চিং হলো পাখি পরপরই ডাল পুঁতে পাখি বসার উপযুক্ত স্থান করে দিতে পারলে পাখির বিষ্ঠার মাধ্যমে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি পরিবেশকে রাখবে অনুকূলে।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

কৃষিঋণ, সিএমএসএমই ও ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সচেতনতামূলক সভা ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু ফরাহ মোঃ নাছের এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান। উক্ত সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক এবিএম জহুরুল হুদা। এ ছাড়া ও সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ও বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

৫০-৭০% ভর্তুকিতে কৃষিযন্ত্র দেয়ার কথা শুনে বিদেশিরা অবাক হয় –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

শেষ পাতার পর

রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত এমিরিটাস বিজ্ঞানী প্রয়াত কাজী এম বদরুদ্দোজা স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বক্তব্য রাখছেন

কেমনে সম্ভব? আমরা জবাবে বলি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণেই এটি সম্ভব হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভর্তুকিকে কৃষিতে বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করেন।

০৩ অক্টোবর ২০২৩ মঙ্গলবার বিকালে রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত ইমেরিটাস বিজ্ঞানী প্রয়াত কাজী এম বদরুদ্দোজা স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বিএআরসি এবং বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষির রূপান্তরে কাজী বদরুদ্দোজা ছিলেন দূরদর্শী। রূপান্তরে তিনি কাজ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কাজী এম বদরুদ্দোজার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে নবীন কৃষিবিদদের আরও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ারসহ প্রবীণ-নবীন কৃষিবিদগণ কাজী এম বদরুদ্দোজার জীবনের নানাদিক তুলে ধরে স্মৃতিচারণ করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সাথে নেপালের সংসদীয়

শেষ পাতার পর

যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তা তুলে ধরে বৈঠকে কৃষিমন্ত্রী বলেন কৃষি খাতে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের অব্যাহত সহযোগিতার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে আমরা স্বস্তিতে আছি।

বাংলাদেশ ও নেপাল দুই দেশেই কৃষি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিখাতে দুই দেশের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার অনেক সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে নেপালের হিল এগ্রিকালচার বা পাহাড়ি কৃষির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাই উল্লেখ করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ।

নেপালের প্রতিনিধিদলের নেতা ড. আরজু রানা সেদেশের কৃষির অবস্থা তুলে ধরে জানান, নেপাল একসময় খাদ্যে উদ্বৃত্ত ছিল, আর এখন খাদ্যের ঘাটতি।

বাংলাদেশের কৃষি খাতে সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গৃহীত উদ্যোগ, বাজেট, ভর্তুকি, গবেষণাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করেন নেপালের প্রতিনিধিদল। তাঁরা ভর্তুকি বিতরণ, বাজেট বরাদ্দ, সার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা জানতে চান এবং বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

এ বছর আর চাল আমদানি করতে হবে না –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি রাজধানীর সিরডাপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর: কাজী বদরুদ্দোজার অবদান’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, এক সময় এ দেশে কম মানুষ ছিল তারপরেও আশ্বিন-কার্তিক মাসে উত্তরবঙ্গে মঙ্গা হতো। ২০০১-০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপির আমলে প্রতি বছর মঙ্গার সময়ে অনেক মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার মঙ্গাকে দূর করেছে, কাউকে না খেয়ে থাকতে হয় না। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন আমরা আশা করছি এ বছর আর চাল আমদানি করতে হবে না। এখন চালের দাম নিম্নমুখী। ভারত চালের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, এর সমালোচনা চলছে আন্তর্জাতিকভাবে। তারপরেও আমাদের চালের দামটা কম কারণ কৃষিকে বিজ্ঞানভিত্তিক করা গেছে। এখন ধানের উৎপাদন বেড়েছে। বিঘাতে ১০০ দিনের মধ্যে ২৫ মণের বেশি ধান উৎপাদিত হচ্ছে।

০২ অক্টোবর ২০২৩ সোমবার রাজধানীর সিরডাপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর কাজী বদরুদ্দোজার অবদান’ শীর্ষক আলোচনা সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

৫০-৭০% ভর্তুকিতে কৃষিযন্ত্র দেয়ার কথা শুনে বিদেশিরা অবাক হয় –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, দেশের কৃষি ও কৃষিবিদরা এখন স্বর্ণযুগ পার করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষির উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে উদারহস্তে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছেন। ৩ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের ৫০-৭০% ভর্তুকিতে কৃষিযন্ত্র দেয়া হচ্ছে। সারে বিশাল পরিমাণ ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। এই ভর্তুকির কথা শুনে বিদেশিরা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অবাক হয়, চমকে উঠে। তারা জানতে চায়, এতো ভর্তুকি প্রদান এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সাথে নেপালের সংসদীয় কমিটির বৈঠক

বিএআরসির কনফারেন্স রুমে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর সাথে নেপালের কৃষি, সমবায় ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির চেয়ারপারসন ড. আরজু রানার নেতৃত্বে সে দেশের ১২ সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধিদলের বৈঠক

বিএআরসির কনফারেন্স রুমে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সাথে নেপালের কৃষি, সমবায় ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির চেয়ারপারসন ড. আরজু রানার নেতৃত্বে সেদেশের ১২ সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধিদলের ০৩ অক্টোবর ২০২৩ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রুহুল আমিন তালুকদার এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের কৃষি খাতে এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বর্তমানে শিক্ষিত লোক কৃষি পেশাকে বেছে নিচ্ছে –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি যশোর ও ফরিদপুর অঞ্চলে বিনা উদ্ভাবিত জনপ্রিয় জাতসমূহ সম্প্রসারণ এবং শস্যবিন্যাসে তেল ফসলের অন্তর্ভুক্তকরণ শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন বর্তমানে শিক্ষিত লোক কৃষি পেশাকে বেছে নিচ্ছে। একসময় মানুষ কৃষিকে তুচ্ছ পেশা মনে করতো। বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। এ বছর ১২ লক্ষ চাষিকে সরিষা প্রণোদনা দেওয়া হবে। আমরা যাহারা কৃষিতে চাকরি করি আমরা কৃষকদের সাথে মিশে তাদের ভালোবেসে কাজ করব। সাথে আমাদের উন্নত জাত, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করবো। আর এভাবেই বাংলাদেশের কৃষি এগিয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার ০৫ অক্টোবর ২০২৩ যশোর ও ফরিদপুর এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ খন্দকার জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd